বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রচ্ছদ কাহিনী

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 12 Date of publishing - 5th September'2022

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৫৫

ASSOCIATION SAMBAD

September - 2022 Volume 23 No.10

Price Rupee One

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

www.bengalassociation.com

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

অতিমারীতে পাওয়া না পাওয়ার মাঝে বিষাদের সুর বাজলেও, বাংলার এই সংস্কৃতিকে সুদূর প্রবাসে সযত্নে ধরে রাখতে সারা বিশ্বের বাঙালিরা আবার এক নতুন উদ্যমে মেতে উঠেছেন। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এই আপ্তবাক্যকে মনে রেখে রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এরিয়াতে বহু পূজা কমিটি আগামী পূজার দিনগুলোয়, সার্বজনীনভাবে এই উৎসবে মেতে উঠতে নব উদ্যমে কাজে নেমেছেন। কঠিন মনোবল সঞ্চয় করে ঠিক আগের মতোই তাঁরা কারুকার্য পূর্ণ প্যান্ডেল, থিম পূজা এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনে মাতৃবন্দনায় আশাবাদী। দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায়, প্রায় ৬০০টির বেশি দুর্গাপূজার প্যান্ডেল হয়ে থাকে। এই পূজার সঙ্গে যাদের রুটিরুজি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যেমন অসংখ্য প্যান্ডেল সজ্জা কর্মী, মঞ্চ শিল্পী এদেরও ক্ষীণ আলোর সন্ধানে মনে ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে। প্রাণে খুশির তুফান ওঠায় আশার আলো দেখছেন ওঁরা নতুন করে পাবো বলে। বিশ্বায়নের দাপটে কোণঠাসা হয়ে থাকা গ্রাম বাংলা এবং মফস্বল শহরের ছোট-মাঝারি বড় কাপড় ব্যবসায়ীরাও ক্রেতার আগমনে পূজার কেনাকাটা শুরু হতেই আনন্দের ঢেউয়ে একটু একটু করে পসরা সাজাতে শুরু করেছেন বুকে বল সঞ্চয় করে।

অতিমারীর কবল থেকে সম্পূর্ণ রেহাই না পেয়ে আপামর জন সাধারণের জীবন আজও কিছুটা অনিশ্চিত। আমরা মুক্ত কণ্ঠে জীবনের জয়গান গাইতে এখনও দ্বিধাগ্রস্থ। বিগত দু-তিন বছরে বিশ্বজুড়ে জীবন ও জীবিকা, সাধারণ মানুষের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। দীর্ঘ সময় ধরে বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকে গিয়েছে এঁদের রুজি-রুটি। তবুও নিজের এবং পরিবারের বেঁচে থাকার অস্তিত্বের লড়াইয়ে দিশেহারা মানুষ, অলিতে গলিতে স্মৃতির কবর এবং তমসা কাটিয়ে নতুন সূর্যের আলোতে অবগাহনে বদ্ধ পরিকর। বাঙালি জাতির ঐতিহ্যগত উৎসব দুর্গাপূজা আসন্ন এবং এই মাতৃ আরাধনাকে পাখির চোখ করে গ্রামবাংলা, মফস্বল থেকে শুরু করে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের হৃদয় জুড়ে খুশির লহর এবং তাদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। বাংলার আকাশে বাতাসে এখন পূজার গন্ধে ম ম চারদিক। ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা মাত্র। শরতের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। শিউলি ফুলের সুবাসে এবং কাশ ফুলের সৌন্দর্য্যে গ্রাম বাংলা সেজে উঠেছে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে সাদরে বরণ করে ঘরে তুলতে। তিনি আমাদের দুর্গতিনাশিনী এবং সংকট নাশিনী তাই বেদনার শতদলে স্মৃতির সুরভি জ্বলে ওঠে এবং আমরা বসে থাকি পথ চেয়ে, কখন দশভূজা মা অবতীর্ণ হয়ে, অশুভকে বিনাশ করে আমাদের সঙ্কটমোচন করবেন সেই আশায়

ক্রীড়াবিশ্বে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করে ২২টি সোনা, ১৬টি রুপো এবং ২৩টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৬১টি পদক এনে দিয়েছেন। এবারের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে পদক প্রাপ্তির তালিকায় ভারতের স্থান চতুর্থ, ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্ট গেমসে ভারতের স্থান ছিল তৃতীয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পবিবারের ছেলে হাওড়ার

দেউলপুরের অচিন্ত্য শিউলির অভিনব জয়ে গৌরবান্বিত গোটা দেশ। এই বঙ্গ সন্তানের অসামান্য সাফল্যে এবারের বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে তৃতীয় স্বর্ণ পদকটি ভারতের ঝুলিতে এসেছিল। বাঙালির বড় গর্বের বিষয়।

বাউল সঙ্গীত বাংলার প্রাণ এবং মূলত আত্ম অনুসন্ধানের সঙ্গীত। এই সংগীত সাধনার সাথে যুক্ত থাকা প্রতিটি মানবাত্মা একটি রহস্যময় জীবন যাপন করে, আপামর মানবজাতিকে ধর্ম এবং ধর্ম দ্বারা সৃষ্ট সংকীর্ণ বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে ভালবাসা, শান্তি এবং সম্প্রীতির আহ্বান জানায়। এই বাউল সঙ্গীত, গুরু শিষ্য পরম্পরায় সুনাম বজায় রেখে, কবিগুরুর হাত ধরে সারা পৃথিবী ব্যাপী শিক্ষিত অভিজাত সমাজের হৃদয়ের গভীরে, বিশেষ স্থান লাভে সক্ষম হয়েছে। বাংলার প্রতিভাবান সঙ্গীত সাধকগণের হাত ধরে গ্রাম বাংলার এই মাটির গান সমস্ত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে দূর দূরান্ত থেকে কাছে টেনে নিয়েছে সাদরে। আগামীতে রাঙা মাটির দেশ থেকে পলাশ-শিমুল-মহুয়া হারিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও বাউল গানের মন কেমন করা সুর সাথে মাদলের মিষ্টি আওয়াজ পৃথিবীর বুক থেকে কোনোদিনও মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম বাংলার অন্যতম দুটি ধারা বাউল ও কীর্তন গানের আমেজকে রাজধানী শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের কাছে তুলে ধরতে দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, সঙ্গীত নাটক একাডেমী-র সহযোগিতায় আগামী ১০-১১ সেপ্টেম্বর, দুদিন ব্যাপী বাউল-কীর্তন গানের মিলন মেলার আয়োজন করেছে। এই দু'দিনর মিলনক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার মোট ৫০ জন বাউল ও কীর্তনিয়া উপস্থিত থাকবেন। সকাল থেকে চলবে আখড়ায় আখড়ায় গান ও তত্ত্ব আলোচনা এবং সন্ধ্যায় বসবে মূল গানের আসর। আপনাদের সকলকে সবান্ধবে মাণ্ডি হাউসের সন্নিকটে রবীন্দ্রভবনের মেঘদূত অ্যাম্ফিথিয়েটারে সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ

করোনা অতিমারীর প্রাক্কালে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের মুক্তধারা সভাঘরে প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে সাহিত্য শনিবারের আড্ডার আয়োজন হতো। এই আড্ডায় উপস্থিত সকলে শুধুমাত্র নিজের লেখা কবিতা, গদ্য, গল্পপাঠ ছাড়াও সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনা হতো। এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে নিয়োজিত থাকতেন। সেই রীতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাহিত্য পরিকল্পনা সমিতির আহ্বায়ন ডঃ শাশ্বতী গাঙ্গুলী এবং বিভাগীয় ব্যক্তিগণ, পুনরায় বাংলা সাহিত্য চর্চা এবং আড্ডা-আলোচনার অঙ্গ হিসাবে নতুন আঙ্গিকে সাহিত্য সভা শুরু করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের ভাবনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই সাহিত্য সভা বা সাংস্কৃতিক চর্চার সঠিক বিস্তার ঘটাতে শনিবারের এই আড্ডা শুধুমাত্র অ্যাসেসিয়েশনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সূত্রেই এবছরের প্রথম সাহিত্য

সভা মুক্তধারা সভাগৃহে গত ৩১ জুলাই বিকেলে আয়োজিত হয়েছিল। দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গুণী সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই সাহিত্যসভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। ঐ সময় রাজধানীর আকাশ জুড়ে ছিল কালো মেঘের ঘনঘটা এবং রিমঝিম বৃষ্টির অবিরাম ধারা। তাই প্রথম সাহিত্য সভার বিষয় ছিল বর্ষার কবিতা। সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলীর স্বাগত ভাষণের পর সাহিত্য পরিকল্পনা সমিতির সভা মুখ্য শ্রীমতী সুতপা ঘোষ দস্তিদার সাহিত্য সভার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে আমাদের মুগ্ধ করেন শ্রী অগ্নি রায়, ইন্দিরা দাশ, শ্রী কৌশিক সেন, ডঃ শর্মিষ্ঠা সেন, শ্রী গৌতম দাশগুপ্ত, ডঃ চঞ্চল ভট্টাচার্য, শ্রী প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রী অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমৃদ্ধ দত্ত। পদাবলী থেকে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বর্ষা নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীমতি ভাস্বতী গোস্বামী। মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা অজানা তথ্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন শ্রী সৌরাংশু সিংহ। কবিগুরুর কথায়, 'ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে 'তাই স্বভাবতই সাহিত্যসভা মুখরিত হয়ে ওঠে গানের মাধ্যমে। বর্ষার গান পরিবেশন করেন শ্রীমতী জাহানারা রায়চৌধুরী এবং শ্রীমতী রঞ্জিনী মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী রিমা দাস। অনেকদিন পর এমন উচ্চমানের একটা সাহিত্যসভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধতা-বিহ্বলতাকে যথার্থ রসদ জুগিয়েছিলেন আমন্ত্রিত কবি, সাহিত্যিক এবং গুণী মানুষেরা।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োতি 'বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস' গত ৬ আগস্ট সকালে 'মুক্তধারা' প্রেক্ষাগৃহে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে. এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে সভা আলোকিত করেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী দেবাশীষ বাগচী মহাশয়। মুখ্য অতিথিগণ দ্বীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন সুমিতা মজুমদার। এরপর সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলীর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মুখ্য অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সমবেত সঙ্গীতে বেঙ্গলী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, ইউনিয়ন একাডেমি এবং বিধানচন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। বেঙ্গলী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এবং লেডি আরউইন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুটি নৃত্যনাট্য 'ভানু সিংহের পদাবলী' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' পরিবেশনে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশেষ নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিনয় নগর স্কুলের যোগদান বেশ অভিনব। এরপর স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সহ সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ ধন্যবাদ ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। দিল্লির বাংলা বিদ্যালয়গুলি ও তার সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা পরিচালিত মদনপুর খাদারের বাংলা স্কুলের কচিকাঁচাদের উপস্থিতি, অনুষ্ঠানটিকে এক অন্য স্তরে নিয়ে যায়।

সংস্কৃতিমনস্ক সকল বাঙালির পরম প্রিয় গুরুদেব হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি চিরসখা হয়ে আমাদের মাঝে সর্বদাই বিরাজমান। সেই ভরসায় আমরা প্রতিদিনই নতুনভাবে বেঁচে থাকার শক্তি এবং প্রেরণা উপলব্ধি করি। তাঁর অনন্তপথ যাত্রার পুণ্যলগ্নকে স্মরণে গত ৭ই আগস্ট মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়' শীর্ষক এক সান্ধ্যকালীন বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করা হলো। উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গীত পরিবেশনে মুগ্ধ করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী আনন্দিতা ঘোষ রায় এবং শ্রাবণী নাগ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন বাচিক শিল্পী শ্রীমতী মৌলি গাঙ্গুলী।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির সহযোগী সদস্য 'দা ইউনিয়ন একাডেমী' বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক/শিক্ষিকা, আমাদের দেশের আজাদী কা অমৃত মহোৎসব-৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, একাডেমী প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা অর্পন করে। এই উপলক্ষে 'দা ইউনিয়ন একাডেমী'র প্রধানাচার্যা, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের 'বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির সহযোগী সদস্য শ্যামা প্রসাদ বিদ্যালয়'-এর প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ময়দানে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হল গত ৮ই আগস্ট অনুষ্ঠানের মূখ্য অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ। অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ১৫০জন ছাত্র ও ছাত্রী, সঙ্গে ছিল ভারতীয় নৌবাহিনী ব্যান্ড। এই উৎসব উপলক্ষ্যে স্কুলের প্রধানাচার্যা, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কার্যকরী কমিটির সদ্যসদের বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো।

গত ২৮শে আগস্ট মুক্তধারা সভাগৃহে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতা ৭৫ নির্মাণ-বিনির্মাণ' শীর্ষক একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি শ্রী তপন সেনগুপ্ত। সূচক বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী সৌরাংশু সিংহ ও সহ সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ। অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা করেন শ্রী বিমল শেঠ, শ্রী তপন রায় ও সহ সভাপতি শ্রী উৎসব ঘোষ। নৃত্যশিল্পী স্মিতা চক্রবর্তীর পরিচালনায় শিঞ্জন নৃত্য গোষ্ঠীর উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর প্রধান বক্তা বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক শ্রী সমৃদ্ধ দত্ত আলোকপাত করেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে। ওঁর শব্দবন্ধে উচ্চারিত তথ্যসম্ভার যেন হয়ে ওঠে এক অভিনব আখ্যান। অসামান্য কুশলতায় দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী রাজর্ষি দেবরায় এবং তবলায় সহযোগিতায় ছিলেন তন্ময় রায়। কবিতা পাঠে ছিলেন শ্রীমতী শম্পা বসুরায়, শ্রী সুমন্ত ভৌমিক ও শ্রীমতী শ্রাবণী বিশ্বাস। শিশু শিল্পীদের সমাপ্তি নৃত্যে ঘোষিত হয় একলা চলার অঙ্গীকার। অনুষ্ঠানের শেষে শিশুশিল্পীদের হাতে মানপত্র তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সহ সভাপতি ও বরিষ্ঠ সদস্য শ্রী তপন রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুচারু পরিচালনার দায়িত্বে

ছিলেন সুমন্ত ভৌমিক। অধিবেশনের শেষে সাহিত্য পরিকল্পনা সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্বায়ক ডঃ শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়।

শোক সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য রাজধানীর প্রবাদপ্রতিম যাত্রাশিল্পী সুবিমল ব্যানার্জীর পুত্র শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জী অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি নিজেও একজন জনপ্রিয় রূপসজ্জা শিল্পী অভিনেতা এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। ওঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ওঁনার আত্মার শান্তি কামনা এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইলো।

অবশেষে জন অরণ্য থেকে সত্যজিতের 'প্রদীপ নিভে গেল। ফুসফুসে সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায় অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন থেকে সম্প্রতি ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের ছবিতেও উনি অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। শুধু বাংলা নয়, উনি কাহানি ২ এবং দ্য পার্শেল নামক দুটি হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন।

আনন্দ সংবাদ

সেন্টার ফর স্টাডি ইন সোশ্যাল সায়েন্সের ডিরেক্টর প্রফেসর এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী শ্রীমতী তপতী গুহ ঠাকুরতা বিগত ২০০৩ সাল থেকে বাংলায় বারোয়ারি দুর্গাপূজার সামাজিক ও শৈল্পিক বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে সামনে রেখে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। কলকাতার সমকালীন দুর্গাপুজোকে নিয়ে তাঁর লেখা 'ইন দ্যা নেম অফ গডেস - দ্যা দুর্গা পূজাস অফ কন্টমপোরারি কলকাতা' দারুণভাবে প্রচার পেয়ে জনসমক্ষে সমাদৃত হয়। কলকাতার দুর্গোৎসবের প্রামাণ্য শৈল্পিক ইতিহাস তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সূত্র ধরে ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট দফতরে পেশ করেছিলেন এবং কলকাতার দুর্গাপূজা এক বিরল সম্মানে ভূষিত হলো, হেরিটেজের তকমা পেয়ে গেল। বড় গর্বের সংবাদ।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও পশুপালন বিভাগে বাঙালির বিজয়যাত্রা অব্যাহত। বীরভূমের সিউড়ির প্রতিভাবান সন্তান, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অনক্যাটল (ICAE) এর পরিচালক ডঃ অভিজিৎ মিত্র সম্প্রতি ভারত সরকারের মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধজাত মন্ত্রকের পশুপালন কমিশনার হিসাবে যোগদান করেছেন। ভেটেরিনারি সায়েন্সে এই পদটি ভারতে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে তিনি একজন বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছেন। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ওনার এই পদোন্নতিতে আমরা গর্বিত।

রাজধানী শহরের দুর্গাপূজার সাথে পাল্লা দিয়ে সংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ গাজিয়াবাদ, নয়ডা, ফরিদাবাদ এবং গুরুগ্রামের অত্যুৎসাহী অসংখ্য বাঙালিরা তাঁদের ক্লাবে প্রতিবছর নতুন নতুন চিন্তাধারায় মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়ে ওঠেন। গাজিয়াবাদের শালিমার গার্ডেন মহিলা সেবা সমিতির তত্ত্বাবধানে "অনন্যা নারী" NCR এর প্রথম এবং একমাত্র সংগঠন যেখানে এবছরে সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা এক বিশেষ আঙ্গিকে দুর্গাপূজার আয়োজন হতে চলেছে। এই পূজার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে কলকাতার মহিলা পুরোহিত দল ও মহিলা ঢাকিদের অংশগ্রহণ। এই সংস্থা মহিলাদের ক্ষমতায়ণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে বিশেষ ভাবে উৎসাহী। এই শুভ-উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

দিল্লির সাংস্কৃতিক সংবাদ

স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর উদ্‌যাপনে পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতি, ময়ূর বিহার কালিবাড়ি ও মিলনী কালচারাল এন্ড ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় "স্বাধীনতা তুমি" নামক শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। দিল্লির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা ছাড়াও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে কাজে যুক্ত থাকা, আজাদ হিন্দ ফৌজের দুই প্রবীণ ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাসকে সুন্দর লেখনীর মোড়কে, কবিতা-গানে-নৃত্যে এবং এক অসাধারণ ভাষ্যপাঠে অভিনব করে তুলেছিল। এই উদযাপনে নির্বাক এক্টিং একাডেমির প্রযোজনায় শ্রী গৌতম দাশগুপ্তর পরিচালনায় চন্দন সেনের 'সৌদামিনী' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৭শে আগস্ট দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার লোধি রোডের মাল্টিপারপাস হয়ে "আনন্দধারা", গুরুগ্রাম এবং প্রভাস কল্যাণী প্রীতি ট্রাস্ট, হাজারীবাগের সহযোগিতায় কবিগুরুর রচনার পাঁচটি মহিলা চরিত্রকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলো "পঞ্চকন্যা" শীর্ষক অনুষ্ঠান। কলকাতার বিখ্যাত বাচিক শিল্পী মৌনিতা চট্টোপাধ্যায় এবং রাজধানী শহরের জনপ্রিয় শিল্পী অয়ন ব্যানার্জীর মনোমুগ্ধকর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি একটা আলাদা মাত্রা পায়। অন্যান্য অতিথি শিল্পী জাহানারা রায় চৌধুরী, রঞ্জিনী মুখার্জী এবং দেবস্মিতা ঠাকুর এই ত্রয়ীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি, সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের কাছে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

গত ২৭শে আগস্ট চিত্তরঞ্জন পার্কের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটির প্রযোজনায়, রবিগীতিকা'র পরিবেশনায় বিশেষ অনুষ্ঠান "এই শ্রাবণ বেলা" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একক এবং সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে ভাষ্যপাঠে সেদিনের সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

গত ২৮শে আগস্ট চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে দিল্লির গানের তরী গোষ্ঠী এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। সংস্থার পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা নিবাসী শ্রী শিবনাথ দত্তের অর্ধাঙ্গিনী, শ্রীমতী উমা দত্তের স্মরণে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে কলকাতার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শমীক পালের কণ্ঠ মাধুর্যে, সংস্কৃতি প্রেমী দর্শক শ্রোতা এবং সহযোগী শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্রের মুর্ছনায় সেদিন এক মায়াময় বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২২ মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আকৃতি ড্রামা সোসাইটির কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাট্যকার শ্রী সৌভিক সেন গুপ্তর নির্দেশনায় দুটি বাংলা নাটক "একটি দুর্ঘটনা ও একটি আত্মহত্যা' এবং 'ধর্ম উবাচ' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রী ভক্তি দাস।

দিল্লির আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

চিত্তরঞ্জন পার্কের বঙ্গীয় সমাজের উদ্যোগে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৭তম হ্যান্ডলুম এক্সপো অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গীয় সমাজ ভবনে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, উদ্বোধনের আগে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক/অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্থনা দেওয়া হবে।

আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায়, মান্ডি হাউস সংলগ্ন শ্রী রাম সেন্টারে সঙ্গাত গোষ্ঠীর বিশেষ অনুষ্ঠান - বাঁধন ছেঁড়ার গান" অনুষ্ঠিত হবে। ওনাদের আশা সঙ্গাত এবারও তাদের দুঃসাহসের নেশায় মেতে আপনাদের সব্বাইকে সাথী করে নিয়ে যাবে তাদের বাঁধন ছেঁড়ার সাধনে।

আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল প্রেক্ষাগৃহে নবপল্লী নাট্য সংস্থার দুঃসাহসিক প্রযোজনায় এবং গুণী ব্যক্তিত্ব শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহার নির্দেশনায় এই প্রথমবার ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস অবলম্বনে নাটক "আনন্দমঠ" এই মঞ্চস্থ হতে চলেছে। উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন, এই বিশেষ দিনে ওনারা রাজধানীর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান দাপুটে মঞ্চাভিনেতা শ্রী পলাশ দাস মহাশয়কে বিগত চার দশক ধরে রাজধানীর বিভিন্ন নাট্যদলের সাথে যুক্ত থেকে দিল্লির নাট্যজগতে ওনার বিশেষ অবদানের জন্য সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

বিশেষ সংবাদ

অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই দুর্লভ এবং এভাবেই জীবনের সার্থকতা পাওয়া সম্ভব। অতিমারীর সময়ে রাজধানী শহরের বহু অসহায় মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার সুযোগ এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কয়েকজন বাঙালি যুবক-যুবতী নিরলস ভাবে কাজ করেছিল। এরই সূত্র ধরে, সাগরিকা

চ্যাটার্জী, রোহিত মুখার্জী, উজ্জ্বল দত্ত সহ বেশ কিছু নবীন অত্যুৎসাহী মিলে পূর্ব দিল্লির লক্ষ্মীনগরে প্রতিষ্ঠ করেছে সুস্মিত ফাউন্ডেশন (রেজিস্টার্ড)।

এই সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার অন্ততপক্ষে ৫০টি অক্ষম মানুষের বাড়িতে গিয়ে খাবার পৌঁছে দেয়। শারীরিক ভাবে অক্ষম এবং যারা খাদ্যের অভাবে আবর্জনা থেকে খাবার খেয়ে নিজেদের জীবন যাপন করছে তাদের মুখে শুধু অন্ন তুলে দেওয়াই নয়,. সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরোধ প্রচারের মাধ্যমে পুরনো জামা কাপড় সংগ্রহ করে বহু মানুষকে সাহায্য করে আসছে। এছাড়াও আর্থিকভাবে দুর্বল বহু মানুষ অজ্ঞতার কারণে, সঠিক কাগজের অভাবে, আর সরকারের বিভিন্ন যোজনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দায়িত্ব নিয়ে আধার কার্ড, শ্রম কার্ড, আয় সম্পর্কিত কাগজ ইত্যাদি বানিয়ে দিয়ে লাডলি যোজনার সুবিধা সম্পর্কে অবগত করিয়ে সাহায্য করে থাকে। একটা সংগঠন চালানোর জন্য বহু মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সমাজের যেসব মানুষেরা অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্যের শিকার হয়ে থাকে, তাদের সামান্য একটু সহমর্মিতা দেখিয়ে অন্ধকার জীবনে একটু হলেও আলোর কিরণ পৌঁছে দিয়ে সামাজিক স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য।

একটি বিশেষ আবেদন

আপনারা অবগত আছেন "বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন" দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর " অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু দিল্লিতে প্রায় কুড়ি লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন এবং সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। ফলস্বরূপ দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকায় সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যে কোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা হোয়াটস্যাপ (9810484734) এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

রাজধানী দিল্লিতে বাংলা বইয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাপ্তিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপণী

ঠিকানা ঃ **মুক্তধারা, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন**

১৮-১৯, ভাই বীর সিং মার্গ, গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি-১১০০০১

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487
তথ্য সংগ্রহ এবং অনুলিখন - রাজা চট্টোপাধ্যায়